কৌতুক যাত্রা

"এ কুলি ইধর জিনিসপত্তর লাও। ফেলো মাত!'

কুলির মাথা থেকে একে একে জিনিসপত্র নিচে নামিয়ে রাখলেন ভণ্ডুল মামা। কুলিকে টাকা দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে নম্বর সাঁটা মালপত্রগুলো মিলিয়ে রাখতে লাগলেন। আমি মালগুলোর নম্বর মেলালাম আর ভণ্ডুল মামা কাগজে "টিক' দিলেন। এবার জামার বাঁ দিকের তৃতীয় পকেট থেকে সরু লিস্ট বার হল। এইলিস্টটিতে লেখা কোন বাক্সে কী জিনিস আছে। "পাঁচ' নম্বর স্টিকার মারা পোঁটলা থেকে ছেঁড়া কাপড় আর "সাত' নম্বর হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট ডেটলের শিশি বার করে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিটাকে উনি "জীবানু শূন্য' করে আমাকে বসতে বললেন।

ভণ্ডুল মামার সঙ্গে এটি আমার প্রথম ট্রেন যাত্রা। উদ্দেশ্য বিহারের পাটনা। ভণ্ডুল মামা সময়ানুবর্তিতার প্রতীক। তাই ট্রেন আসার তিন ঘন্টা আগে স্টেশনে পৌঁছতেহয়েছে। মামা আবার "সফট' লাগেজ পছন্দ করেন না। তাই আমাদের সঙ্গে দুটো ট্রাঙ্ক, একটা হোল্ডল, দু'টো বড় স্যুটকেস, দু'টো ব্যাগ আর একটা হ্যান্ড ব্যাগের সঙ্গে দু'টো বোঁচকা। না, না গুলিয়ে যাবার ভয় নেই। কেননা প্রত্যেকটাতেই ভণ্ডুল মামার নাম ও নম্বর সাঁটা টিকিট রয়েছে। আর ঝটপট জিনিস বার করার জন্য পকেট লিস্ট আছে। ট্রেন আসতেই স্লিপার ক্লাসে আমরা উঠে পরলাম। মোটামুটি আমাদের মালপত্রেই জায়গাটা ভরে গেল। আশে পাশের সহযাত্রীরা অবাক হলেও কেউ কোন কথা বলল না। সময়মতো সন্ধ্যা ছ'টায় ট্রেন ছাঁড়তেই ভণ্ডুল মামা প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট পকেট ডায়রি বার করলেন। তাতে তার সারা দিনের কোন সময় কী করা উচিত তার হিসেব থাকে।

হিসাবমতো ছ'টা বেজে পনেরো মিনিটে তার বৈকালিক জলখাবার খাওয়ার সময়। অতএব লিস্ট মত দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে মুড়ি, চানাচুর, পেঁয়াজ, লঙ্কা ইত্যাদি এবং প্রথম বোঁচকা থেকে দু'টি স্টিলের বাটি বের হল। সহযাত্রীরা হতবাক। আমার হাতে একটি বাটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "খাও, বেশিক্ষণ পেট খালি রাখতে নেই।" খাওয়া শেষ হতেই পাক্কা দুই গ্লাস জল খেতে হল তার নির্দেশে। এরপর মামা সাইড ব্যাগ থেকে দু'টো বই বার করে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। বইয়ের প্রথম পাতা খুলে আমার চক্ষু চড়কগাছ – "বাংলা ব্যাকরণ'। বললেন, "তোমার বাংলা ব্যাকরণগত ত্রুটি আমার চোখ এড়ায়নি। তাই কাল এটা কিনেছি। মন দিয়ে পড়। এমন সময় বার পাবে না। পড়া হলে পড়া ধরব।' আমার মনে হল হঠাত যদি শাহারা মরুভূমি থেকে আমাজন নদীর উতসের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলেও

সহযাত্রীরা এত অবাক হত না। মনে হল আমার দুঃখে ট্রেনও চলা থামিয়ে দিয়েছে। এবার মামা বই বন্ধ করে বলতে শুরু করলেন যে কেন ভারতীয়রা পিছিয়ে যাচ্ছে। তার কল্পনার গরু যেন তালগাছে উঠছিল। যাই হোক ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। আমার পড়ারও ফাঁকি মারা হয়ে গেল। রাতের খাবারের জন্য অর্ডার নিতে এলে ভণ্ডুলমামা তাকে রন্ধন সম্পর্কে এমন জ্ঞান দিলেন, যে সে অর্ডার না নিয়ে, "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় পড়ে গেল। চা-ওয়ালাকে দেকে বললেন ঘুম পাড়ানো ওষুধ খাইয়ে জিনিস লুট করার জো ভণ্ডুল মামার কামরায় হবে না। একটি বছর-কুড়ির গ্রুপ হিন্দি গান গাইছিল। হঠাত মামা তাদের কাছে গিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে তাত্বিক আলোচনা শুরু করলেন। একের পর এক প্রশ্নের বাণের আঘাতে ছেলেগুলো শপথ নিতে বাধ্য হল যে হিন্দি কী, হিন্দি একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না তারা।

সাড়ে আটটা বাজতেই মামার ঘড়ির এলার্ম জানিয়ে দিল রাতের খাবার সময় হয়েছে। অতএব লিস্ট মিলিয়ে দু'টো বড় গামলা বার হল একটা ব্যাগ থেকে। সাইড ব্যাগ থেকে চিঁরে, মুড়কি, চিনি, প্রথম বোঁচকা থেকে কলা, আম এবং ব্যাগ থেকে ফ্লাস্কের দুধ বার করে মামা সিটের উপর রাখলেন। এবার জলের বোতল থেকে জল ঢেলে চিঁড়ে ভিজতে দিয়ে আম কলা কাটার দিকে মন দিলেন মামা। মুহুর্তের মধ্যে কামরাটা ফলের বাজারে পরিণত হল। আশপাশের লোকেরা এবার সত্যিই যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হঠাত মামা বললেন, "ট্রেনের আজেবাজে খাবার খেয়ে শরীর খারাপ করার কোন মানে নেই। পেট একেবারে ঠান্ডা রাখাটা জরুরি।" আমার দিকে একটা গামলা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একটুও ফেলো না।' আশপাশের যাত্রীদের রাতের খাবার খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। চিকেনের সংগে আম কলা- সে যে কি অদ্ভুত একটা গন্ধ, তা বলে বোঝানো যায় না। যাই হোক, কোনরকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। মামা খুব খুশী। এবার হোল্ডল খোলার পালা। একে একে বালিশ, চাদর বার করে মামা বলতে শুরু করলেন যে ট্রেনে কীভাবে শুতে হয়, যেন আমি একটা ছোট বাচ্চা। এরপর বড় বড় "শিকল' দিয়ে মালপত্রগুলো বেঁধে নিজের পায়ের সঙ্গে সেই চেন বাঁধলেন এতক্ষণে সবাই মোটামুটি মামাকে বেশ চিনে গেছে।

এরপর সারারাত ভণ্ডুল মামার নাসিকা গর্জনের প্রবল শব্দে অন্য সহযাত্রীদের সঙ্গে আমিও রাত জাগলাম। সকাল সাড়ে ছ'টায় আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, "উঠে পড়, পাটনা এসে গেছে। আর কত ঘুমোবে? দেখলে তো, সারা রাত জেগে মালপত্র পাহারা দিয়েও আমি কেমন ঠিক সময় উঠে পড়েছি! !'

প্রমিত বক্সী

অষ্টম শ্রেনী